তফসিল ঘোষণায় ইসিকে অভিনন্দন নতুন গণতান্ত্রিক পথচলার বার্তা প্রধান উপদেষ্টার



সংগৃহীত ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর গণভোটের তফসিল ঘোষণাকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে অভিহিত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি নির্বাচন কমিশনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর ভোট আয়োজনের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দেবে এবং রাজনৈতিক দলসহ সব পক্ষকে জাতীয় ঐক্যের মনোভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়ন আদেশের ওপর গণভোটের তফসিল ঘোষণা উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার (১১ ডিসেম্বর) তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই বার্তা প্রকাশ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা লিখেছেন, তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ যে নতুন পথে এগোচ্ছে এই নির্বাচন ও গণভোট সেই রূপরেখাকে আরও দৃঢ় করবে, জনগণের মতামতকে সামনে নিয়ে আসবে এবং নতুন বাংলাদেশের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও পেশাদার ভূমিকা পালন করবে। নির্বাচন ও গণভোট নির্বিঘ্ন, অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সব ধরনের সহায়তা দেবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ এবং জনগণের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা আহ্বান জানান নির্বাচন ও গণভোটকে জাতীয় ঐক্যের উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করতে। ভিন্নমতকে সম্মান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক চর্চা এসবই দেশকে আরও স্থিতিশীল ও অগ্রগামী পথে নিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।